রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
রংপুর।
তথ্য মেলা-২০১৮ উপলক্ষে
প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর'২০১৮।
স্থান ঃ তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারক ঃ মোঃ আমজাদ হোসেন , ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর , রংপুর।
বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

ভূমিকা:

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রনীত হয়েছে। যা ২০০৯ সালে ০১ লা জুলাই থেকে সরকারী ভাবে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে । এই আইনটি যাতে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা যায় সেই জন্য কিছু বিধিমালাও প্রনিত হয়েছে । এই তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগনের জানার অধিকারের আওতায় আনা হয়েছে। তা ছাড়া এই আইনের মাধ্যমে তারা সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতেও বিশেষ ভুমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে গনতান্ত্রীক শাসন ব্যবস্থা এবং জবাবদিহীতা প্রাতিষ্ঠানিকী করনে সুশীল সমাজ সংগঠনের ভুমিকা জোরদার করা সম্ভব ।

সকাল ১০.৩০ মিনিটে এক বিশাল বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে মেলার কার্যক্রম শুরু হয়। র‍্যালিটিতে অংশগ্রগন করেন **অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ , উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোছাঃ জিলুফা সুলতানা , ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি মি. ড্যানিয়েল , নেটজ্ বাংলাদেশের প্রতিনিধি আফসানা বিনতে আমিন, রিইব এর প্রতিনিধি রুহী নাজ, এফসি মোঃ আমজাদ হোসেন , এআইও চন্দনা মজুমদার , এফএফ শাহেদা বেগম , এফএফ রঞ্জন রায় , সিএসও সদস্যসহ মেলায় আসা দর্শনার্থীবৃন্দ**। র‍্যালিটি উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদিক্ষণ করে মেলা প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়।

র‍্যালি শেষে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন **সম্মানীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ , সংগে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোছাঃ জিলুফা সুলতানা , উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ মাহামুদা আখতার, ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি মি. ড্যানিয়েল , নেটজ্ বাংলাদেশের প্রতিনিধি আফসানা বিনতে আমিন, রিইব এর প্রতিনিধি রুহী নাজ, এফসি মোঃ আমজাদ হোসেন , এআইও চন্দনা মজুমদার , এফএফ শাহেদা বেগম , এফএফ রঞ্জন রায় , সিএসও সদস্যসহ মেলায় আসা দর্শনার্থীবৃন্দ।**

মেলা উদ্বোধন শেষে অতিথিগন নিজ নিজ আসনে বসেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ।

আলোচনার সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরনী-

শুভেচ্ছা বক্তব্যে উপজেলা সিএসও সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলাম বলেন- গ্রাম পর্যায়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে আমরা কাজ করি এবং তাদের সমস্যা গুলি শুনি এবং তা আমরা উপজেলা সিএসও সদস্য যারা আছি তাহা সমাধান করার চেষ্টা করি । আগামীতে আমাদের কাজ আরও জোড়দার করার চেষ্টা করবো এবং কাজ করে যাব ।

চন্দনা রানী রায়(গ্রাম সিএসও)- আমরা যে আজ এই তথ্য মেলায় উপস্থিত হয়েছি তার জন্য আমরা খুব আনন্দিত । আমরা চাই তথ্য অধিকার আইন সম্বন্ধে আমাদের পাশাপাশি অন্যরাও ধারনা লাভ করুক । আমি নিজে এপর্যন্ত অনেক অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলাম এবং তথ্যও পেয়েছি যা আমার সমাজের উপকারে এসেছে ।

আফসানা বিনতে আমিন (নেটজ্ বাংলাদেশের প্রতিনিধি) : অবাধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে কি আমার অধিকার , কি কাজ করবো , কে দিবে এবং কিভাবে তথ্য পাব এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানাই এই মেলার উদ্দেশ্য । মেলায় অংশগ্রহন করা সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় তা সম্ভব । আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনারা কাজ করেন , ভাল ফলাফল পাবেন ।

মোছাঃ মাহামুদা আখতার (উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান) : তথ্য অধিকার একটি আইন । আমাদের উপজেলায় ১৭ টি দপ্তর আছে, আমরা সব দপ্তর থেকে তথ্য পেতে পারি । যেমন- সমাজসেবা অনেক ধরনের সেবা বা ভাতা দিয়ে থাকে । সেখান থেকে আমরা তথ্য নিব এবং তা যথাযথ কাজে লাগাবো ।

রুহী নাজ (রিইব এর প্রতিনিধি) : উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন- শিশু যদি অন্ধকারে ভয় পায় তাহলে আমাদের চিন্তা নাই। কিন্তু বড় মানুষ যদি ভয় পায় তাহলে আমাদের ভয়ের কারন। বর্তমান সরকার ও রাজনৈতিক নেতারা আমাদের জন্য কি কাজ করেন , তা যদি আমরা না জানি তা হলে আমরা পিছিয়ে থাকবো। আমাদের জানতে হবে , বুঝতে হবে। তাই তথ্য মেলা আমাদের জানার জন্য জায়গা তৈরী করে দিয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে দূর্নীতি দুর করার উদ্দেশ্যে, আমরা যদি এই আইন ব্যবহার না করি তাহলে এই আইন কোন কাজ করবে না। আজ আপনারা এই মেলায় আইনটি সম্পর্কে জানুন এবং শিখুন।

জনাব আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক) : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) সহ উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানান। তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশের নাগরীক হিসেবে আমাদের জানার অধিকার আছে। আমাদের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, তারা বিভিন্ন কর্মকান্ড করে যাচ্ছে তা আমাদের জানার অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে, প্রত্যেক বিভাগে একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা রয়েছে তারা আপনাদের যে কোন তথ্য দিতে বাধ্য। আগে তহশিল অফিসে দালাল ছিল,তারা খাজনা খারিজ করে দিত। এখন আর সেই দিন নাই, এখন আমরা সবাই জানি অফিসে সিটিজেন চার্টার আছে,কোন কোন সেবাগুলি কিভাবে পাওয়া যাবে তাতে উল্লেখ করা আছে। আপনাদের অধিকার লঙ্ঘন করার অধিকার কারো নাই, আইনের মাধ্যমে আপনারা তথ্য পাবেন। আজকে এখানে ২০০ লোক আছে তারা যদি ২০০০ লোককে বলে তাহলে আমার মনে হয় এই তথ্য অধিকার আইন মানুষের দোড় গোড়ায় যেতে আর বেশী দুরে নয়। আপনাদের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে তারই ধারাবাহিকতার আলোকে এই তথ্য মেলা আয়োজন করা হয়েছে। আমি এই মেলার শুভ কামনা ও শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি. ড্যানিয়েল (ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি) : অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নেটজ্ বাংলাদেশের প্রতিনিধি, রিইব এর প্রতিনিধি, সিএসও সদস্যসহ মেলায় আসা দর্শনার্থীবৃন্দের ধন্যবাদ জানান। ২০০৯ সালে চমৎকার একটি আইন পাশ হয়েছে, এই আইনের ফলে আপনারা বিভিন্ন যায়গায় যেতে পারছেন, নিজ উদ্যোগে কাজ করছেন, অধিকার আদায় করছেন, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সংগে যোগাযোগ করতে পারছেন বলে আমি আনন্দিত।

জনাব মোছাঃ জিলুফা সুলতানা (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) : উপস্থিত সবাইকে ছালাম জানান । সবাই কেমন আছেন জানতে চান । তিনি বলেন- আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমাদের মাঝে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক স্যার এসেছে, যারা এই মেলার আয়োজন করেছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ । আমি সাধুবাদ জানাই এখানে যারা এসেছেন, তারা নতুন কিছু নিয়ে যাবেন । সরকারের তথ্য অধিকার আইন সীমিত জায়গায় না রেখে সব ক্ষেত্রেই লাগাই । অবশ্যই জানার অধিকার আমার আছে,কাউকে ধরার জন্য নয় । আমাদের অনেক সুযোগ আছে, আবার সীমাবদ্ধতাও আছে । এর মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে মানব কল্যানের জন্য চেষ্টা করছি । আপনারা সবাই মানবতার কল্যান করার নতুন জিনিস জেনে যাবেন । আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি করছি ।

আলোচনা শেষে অতিথিগণ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং স্টলে অংশগ্রহনকারীগণ অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন । মেলায় ১০ টি স্টল দেওয়া হয় । যার মধ্যে উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১ টি , সমাজসেবা-১ টি , উপজেলা সমবায় অধিদপ্তর-১ টি , বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-১ টি , এমজেএসকেএস-১ টি , ব্র্যাক-১ টি , ইএসডিও-২ টি , সিএসও-১টি এবং রিইব-এর ১টিসহ মোট ১০ টি স্টল মেলায় অংশগ্রহন করে ।

আলোচনা শেষে দুপুরের খাবার জন্য কিছু সময় বিরতী দেওয়া হয় এবং অতিথিদের বিদায় জানান হয় ।

বেলা ৩.০০ ঘটিকার সময় ২য় পর্বে সুচনা সাংস্কৃতিক নাট্যদল ও স্থানীয় শিল্পীবৃন্দের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করা হয় । স্থানীয় শিল্পীগন বিভিন্ন নৃত্য ও গান পরিবেশন করেন এবং সুচনা সাংস্কৃতিক নাট্যদল তথ্য অধিকার আইনের উপর জারি গান পরিবেশন করেন । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফাকে ফাকে কুইজ প্রতিযোগীতাও চলে । কুইজ প্রতিযোগীতাটি পরিচালনা করেন মিজানুর নহমান (এফএফ , বদরগঞ্জ) । কুইজ প্রতিযোগীতায় তথ্য অধিকার আইনের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় , এতে যে আগে হাত তুলবে এবং সঠিক উত্তর দেবে তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয় । এভাবে ৬ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় ।

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করেন **উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ মাহামুদা আখতার, ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি মি. ড্যানিয়েল , নেটজ বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধী আফসানা বিনতে আমিন (প্রোগ্রাম ম্যানেজার) রিইব এর প্রতিনিধি রুহী নাজ, ও মোঃ আমজাদ হোসেন (এফসি , রংপুর)।**

পরিশেষে বিকেল ৫.০০ মিনিটে মোছাঃ মাহামুদা আখতার (উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,তারাগঞ্জ, রংপুর) সবাইকে স্বল্প সময়ের মধ্যে এরকম একটি মেলার আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্য মেলা ২০১৮ এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

ধন্যবাদ